।। প্রস্তাবনা ।।

এক-একটা সময় আসে, যখন আমরা বিশেষ কোনো বিষয় নিয়ে একটু বেশী মেতে উঠি। এই মেতে ওঠার পিছনে থাকে সাধারণত যুগের-হাওয়া। বলতে গেলে সেই হাওয়াটাই আমাদের মাতিয়ে তোলে — হাওয়া চলে গেলে মাতন-ও যায় থেমে। কিন্তু মাতন থামলেও সবকিছুই ফুরিয়ে যায় না। কারণ, এই মেতে ওঠাকে সকলেই হাল্কাভাবে নেন না। যুগের-হাওয়াকে অনুভব করেন অন্তর দিয়ে এবং সেই আন্তরিক-অনুভূতিই ঐ বিশেষ হাওয়াকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে যুগের-দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে, হাওয়া চলে গেলেও স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে যা রেখে যায়, যুগ-চেতনার স্মারক-স্বরূপ তা পরবর্তী প্রজন্মের বিচার-বিবেচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

নৃত্যনাট্য এমনই একটা বিষয়, যা বহু যুগের ওপার হতে অনেক স্মৃতি বহন করে আনে আমাদের সামনে। নৃত্যনাট্যের একটা হাওয়া নতুন করে এ-যুগেও আমরা অনুভব করছি। আজ প্রায় ঘরে-ঘরে নৃত্যকলার চর্চা দেখা যাচ্ছে। সঙ্গীতের পরীক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার সুবাদে নৃত্য-শিক্ষায়তনের সংখ্যাও দেশে আজ কম নয়। প্রতি বছরেই উপাধিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা দলে-দলে যোগ্যতার(?) ছাড়পত্র নিয়ে বেরিয়ে আসছেন এবং তাঁদেরই মাধ্যমে চক্রবৃদ্ধি-হারে বেড়ে চলেছে শিক্ষায়তন এবং পরীক্ষা-কেন্দ্র।

ভীড় বেড়েই চলেছে তথাকথিত নৃত্যশিল্পীর। একক, দৈবত, এমনকি সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানেও এত শিল্পীর উপযুক্ত সুযোগ-সৃষ্টি সম্ভব নয়। যদিও বা সম্ভব হয়, ক্লান্তিকর-একঘেঁয়েমি দর্শক-চিত্তকে আচ্ছন্ন করতে পারে। তাই নৃত্য-নাট্যের প্রযোজনার সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু কোথায় সেই কল্পনাশক্তি ? কোথায় সেই নিষ্ঠা ? কোথায় সেই আন্তরিকতা ? ফলে পরিমাণগত-বৃদ্ধির সঙ্গে গুণগত-মান বৃদ্ধি পায় নি। শুধু তাই নয়, নৃত্যনাট্য সম্পর্কে উপযুক্ত সচেতনতার অভাবে এমন অনেক প্রযোজনাই নৃত্যনাট্য নামে অভিহিত হচ্ছে, যা প্রকৃত অর্থে নৃত্যনাট্য নয়।

সমস্ত ছবিটাই অবশ্য একরকম নয়। পাশাপাশি এমন অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আছে, যারা একনিষ্ঠভাবে নৃত্যনাট্য নিয়ে এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত। এঁরা শুধু মান বজায় রাখার চেষ্টাই করছেন না, বলা যায়, মান-উন্নয়নের চেষ্টাও করছেন। তবুও সামগ্রিকভাবে আজ নৃত্যনাট্য-জগতের

চেহারাটা কিছুটা হতাশাব্যঞ্জক। উন্নতির প্রকাশটা যতটা প্রযুক্তিগত, ততটা শিল্পসম্মত নয়।

বিস্ময়ের বিষয়, 'বহু যুগের ওপার হতে' বহন করে আনা ঐতিহ্যমণ্ডিত নৃত্যনাট্যের অতীত - ইতিহাস সম্পর্কে বর্তমান ধারক ও বাহকদের প্রায় বেশীর ভাগেরই স্পষ্ট কোনো ধারনা নেই। অথচ বর্তমানকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে গেলে অতীতের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কিন্তু ইতিহাস তো দূরের কথা, নৃত্যনাট্যের উপযুক্ত সংজ্ঞা - নির্ধারণেও এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। আমাদের বর্তমান গবেষনা 'নৃত্যনাট্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' অতীত ও বর্তমানের সেই যোগসূত্রকেই প্রতিষ্ঠিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

গবেষণার মূল বিষয়টিকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমেই আমরা 'নৃত্যনাট্য' সম্পর্কে আমাদের ধারণাটিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। কারণ, মূল বিষয়ে প্রবেশ করার আগে বিষয়টি এবং তার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা না থাকলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকার সম্ভাবনা থেকে যাবে বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাই প্রথম অধ্যায়েই আমরা আলোচনা করেছি — 'নৃত্যনাট্য বলতে কি বুঝি'।

নৃত্যনাট্যকে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে নৃত্য ও নাট্যের সম্মিলন। তাই নৃত্যনাট্যের আঙ্গিক ও গতি - প্রকৃতির আলোচনার আগেই আমরা পৃথক - পৃথকভাবে নৃত্যের স্বরূপ ও গতি - প্রকৃতি এবং নাটকের স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তারপর আলোচিত হয়েছে নৃত্যনাট্যে নৃত্য ও নাটকের স্থান। প্রাসঙ্গিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রাচীন এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ-রচয়িতা ভরতের সময়কাল থেকে একেবারে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত এবং গবেষকদের নানা মূল্যবান মন্তব্যের আলোকে আমরা দূর করতে চেয়েছি আমাদের মনের অন্ধকার। আলোচনা হয়েছে নৃত্ত এবং নৃত্য প্রসঙ্গে, আলোচনা হয়েছে নাট্য ও নাটকের সম্পর্ক ও জোড়াজুড়ি নিয়ে, আলোচনা হয়েছে প্রয়োগের উদ্দেশ্য তথা লক্ষ্য সম্পর্কে। তারই পাশাপাশি এসে গেছে ব্যালে এবং অপেরার আলোচনা, এসেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নৃত্যপ্রয়োগের মৌলিক পার্থক্য,

এসেছে শিল্পতত্ত্বের কিছু খুঁটিনাটি । আর এই সবকিছু আলোচনার ফাঁকেই আমরা মোটামুটিভাবে নৃত্যনাট্যের সংজ্ঞা ও প্রকার নির্ধারণে সক্ষমতা অর্জন করেছি । প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, আমাদের আলোচ্য নৃত্যনাট্য, অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভারতীয় নৃত্যনাট্য ।

গবেষণার মূল বিষয়ে আমরা প্রবেশ করেছি প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় অধ্যায়ে । নৃত্যনাট্যের উৎস সন্ধানে আমাদের অনুসন্ধান - পর্ব শুরু হয়েছে একেবারে পৃথিবীর গোড়াপত্তনের সময় থেকে । মানবসৃষ্টির আগে থেকেই যে প্রকৃতি ও প্রাণীদের মধ্যে নৃত্য-গীত প্রবণতা ছিল, আমরা তার পরিচয় পেয়েছি । শুধু অনুকরণ নয়, বুদ্ধি দিয়ে চর্চার মাধ্যমে মানুষ কেমনভাবে নতুন - নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার করেছে , তার পরিচয়ও আমরা ধাপে ধাপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি । আমরা আলোচনা করেছি প্রাচীন মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী । আদিম গোষ্ঠী-জীবনে নৃত্য-চেতনা কিভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে নিবিড় থেকে নিবিড়তর করেছিল - আলোচনার মাধ্যমে তা-ও প্রকাশিত ।

সৃষ্টির সেই আদিপর্ব থেকে অভিযান শুরু করে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা পৌঁছে গিয়েছি চতুর্দশ শতকের প্রান্তসীমায় । এই কাল - পরিক্রমার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জেনেছি যে, নৃত্য এবং নাট্যের বীজ প্রোথিত হয়েছিল সেই আদিম - অতীতেই । আদিম মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে নৃত্য জড়িয়ে ছিল ওতপ্রোত সম্পর্কে । আত্মপ্রকাশের তাগিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে মাধ্যমটির জন্ম দিয়েছিল সেদিনকার মানুষ, তারই মধ্যে ছিল নৃত্য এবং নাট্যের বীজ । সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভাঙাগড়া এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলি নানাভাবে রূপান্তরিত হয়েছে পরবর্তীকালে । ধাপে - ধাপে যেমন তার জীবনযাত্রা ঘটেছে উন্নতি, আদিম শিকার - ভিত্তিক জীবনের শিকার - নৃত্য তেমনিভাবেই পশুপাখীর অনুকরণ - জাত নৃত্য, আচার - আচরণমূলক নৃত্য, কৃষি - নৃত্য প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে ।

প্রাচীন ইতিহাস - চর্চার কিছু পদ্ধতি থাকে । হারিয়ে যাওয়া অতীতের ধ্বংসস্তূপ থেকে ঘটনাবলীর পুনরুদ্ধারে সেই পদ্ধতি - অনুসরণেই আমরা সাফল্য খুঁজি । প্রধানত দুটি ধারায় বিভক্ত এই পদ্ধতির একটি হল

মৃতধারা, অন্যটি জীবন্তধারা । মৃতধারার অনুসন্ধানে আমাদের সাহায্য করে নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, ভাস্কর্য, শিলালিপি এবং তৎকালীন গ্রন্থাদি । জীবন্তধারার পরিচয় খুঁজে পাই অতীতের ঐতিহ্যবাহী বর্তমান রূপের মধ্যে ।

আমাদের প্রাসঙ্গিক গবেষণায় মৃতধারার অনুসন্ধানে সব কটি উপাদানের সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয় । সে যুগের নানা গ্রন্থই আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু । ক্ষেত্রবিশেষে শিলালিপিও কিছুটা সাহায্য করে । কিন্তু আদিবাসী-নৃত্য, লোকনৃত্য এবং গুণী-নৃত্যধারার ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যে আধুনিক নৃত্যধারা জীবন্তধারা রূপে প্রবহমান, আমাদের গবেষণায় মুখ্য ভূমিকা বলা যেতে পারে তারই ।অবশ্য এই ধারার ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্যও গ্রন্থাদির অধ্যয়ন প্রয়োজন । কারণ, জীবন্ত - ধারার বর্তমান টুকুই আমরা চোখে দেখি, অতীতকে জানি বই পড়ে । সবদিক থেকেই তাই গ্রন্থই আমাদের মূল পথ - প্রদর্শক ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'নৃত্যনাট্যের উৎস সন্ধানে' যাত্রা শুরু করে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত কাল -সীমা অতিক্রম করেছি আমরা প্রধানত শাস্ত্রীয় -মানদণ্ডে বিচার - বিশ্লেষণের মাধ্যমে । যুক্তি -তর্কের উপযুক্ত বিচার -বিবেচনার পর আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি যে, নৃত্যনাট্যের উপাদানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে প্রযুক্ত হলেও চতুর্দশ শতকের সময়সীমা পর্যন্ত নৃত্যভাষার সঙ্গে একাত্মতার মাধ্যমে কোনো একটা নিটোল কাহিনীর ভাব পরিপূর্ণতা নিয়ে অভিব্যক্ত হয়নি । স্বভাবতই, যাঁরা ভরতের প্রথম প্রযোজনাকে নৃত্যনাট্য বলেছেন, যাঁরা হরিবংশে বর্ণিত 'গঙ্গাবতরণ'-এর অভিনয়কে প্রথম নৃত্যনাট্যের মর্যাদা দিয়েছেন অথবা জৈন গ্রন্থে যাঁরা নৃত্যনাট্যের সন্ধান পেয়েছেন - তাঁদের কারো মতকেই আমরা সঠিক বলে মেনে নিতে পারিনি ।

কেন মানতে পারিনি, তার কারণও আমরা উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছি । কিন্তু নাট্যশাস্ত্র (ভরত) থেকে সাহিত্যদর্পণ (বিশ্বনাথ) পর্যন্ত গ্রন্থাদির আলোচনা করতে গিয়ে ১০টি রূপক এবং ১৮টি উপরূপকের মধ্যে নৃত্যনাট্যের উল্লেখ স্পষ্টভাবে না পেলেও, আমরা কিন্তু একটি নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছি ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে -- প্রবৃত্তি এবং বৃত্তির

আলোচনায় । ঐ সূত্রটি অবলম্বন করেই আমরা আলোচনার গতিপথকে সামান্য পরিবর্তিত করেছি পরবর্তী অধ্যায়ে । তাই ধারাবাহিক আলোচনার নিয়মানুযায়ী তৃতীয় অধ্যায়টি চতুর্দশ শতকের পর থেকে শুরু না করে আরও একবার আমরা অতীতের কালগহ্বরে ডুব দিয়েছি ভরতের সূত্রের পরীক্ষায় । তবে শাস্ত্রীয় মানদণ্ডের পরিবর্তে এবার আমরা বিচার - বিশ্লেষণ করেছি প্রয়োগাত্মক - পদ্ধতির মানদণ্ডে ।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য -- 'নৃত্যনাট্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : সূচনা - পর্ব' । অধ্যায়টি শুরু করা হয়েছে ভরত - বর্ণিত দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তি এবং ঐ প্রবৃত্তিতে প্রযুক্ত কৈশিকীবৃত্তির আলোচনা দিয়ে । এই অধ্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা আমাদের পৌঁছে দিয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে । প্রায় গোটা ভারতবর্ষের নৃত্য ও নাট্যচর্চার বিবরণ মোটামুটিভাবে আলোচনার পর আমরা দেখেছি যে, ঐ কালসীমা পর্যন্ত ভারতের দক্ষিণাঞ্চলেই নৃত্যনাট্য সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে সবচেয়ে বেশী এবং একাধিক নৃত্যনাট্যের জন্মভূমি হিসাবেও এই অঞ্চলই সর্বোচ্চ গৌরবের অধিকারী । পূর্বাঞ্চলভুক্ত মণিপুর রাজ্যটিও এই অধ্যায়েই নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে তার কিছু অবদানের সাক্ষ্য রেখেছে । কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে ঐ সময়-সীমার মধ্যে সঠিক অর্থে কোনো নৃত্যনাট্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি ।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনার দুটি দিক আছে — নৃত্যনাট্যের উৎপত্তিকে নির্ধারণ করা এবং ক্রমবিকাশের ধারাটিকে চিহ্নিত করা । সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, (সামান্য আগে-পরে) কালিকটের জামোরিন মানবদেবন রচিত 'কৃষ্ণআট্টম' (কৃষ্ণনাট্যম্) এবং কোট্টারাকারার রাজা বীর কেরলবর্মা রচিত 'রামআট্টম' (রামনাট্যম্) কে তথ্য - প্রমাণাদি বিচার - বিশ্লেষণের পর আমরা যুগ্মভাবে প্রথম নৃত্যনাট্যের দাবীদার হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছি । যুগ্ম স্বীকৃতির কারণ — দুটি রচনাই সমসাময়িক । প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে 'কৃষ্ণ-আট্টম' কিছু আগে রচিত হলেও অনেক দিক থেকেই 'রামআট্টম' কৃতিত্বের অধিকারী । তার সেই গৌরবকে মর্যাদা দেওয়া উচিত বলেই আমরা মনে করি ।

ক্রমবিকাশের ধারাটিকে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেছি । উৎপত্তি - নির্ধারণের পাশাপাশি ক্রমবিকাশের সূচনাপর্বটি

তৃতীয় অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধারাটিকে যথাক্রমে উন্মেষ-পর্ব, রবীন্দ্র-পর্ব এবং উত্তরণ-পর্ব নামে চিহ্নিত করে আলোচনা এগিয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনা-পর্বের কালসীমা অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত। ভারতের কোন অঞ্চলের কোথায় নৃত্যনাট্য নিয়ে কতটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং তার ফলে কতখানি অগ্রগতি হয়েছে এই সময়ের মধ্যে, সূচনা-পর্বে তা সাধ্যমত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের উন্মেষ-পর্ব আমাদের পৌঁছে দিয়েছে একেবারে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ায় অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। উন্মেষ-পর্ব নামে চিহ্নিত করা হলেও আমরা দেখেছি যে, উনবিংশ শতাব্দীতে নৃত্যনাট্য-জগৎ অজন্মা এবং খরার কবলে মৃতপ্রায়। উনবিংশ শতাব্দীতে যে নবজাগরণের প্রভাবে ভারতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, ঐ শতকের নৃত্যনাট্যের জগতে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়নি। সে প্রভাব কার্যকরী হয়েছে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সঙ্গত কারণেই নবজাগরণের পরিমণ্ডলটিকে যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমাদের যে চেতনা সামগ্রিকভাবে অজ্ঞানতা, অন্ধবিশ্বাস তথা কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে গতানুগতিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, রেনেসাঁ কেমনভাবে সেই অবস্থান্তর সম্ভব করলো, অল্পকথায় তা আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। নতুন চেতনার পাশাপাশি আলোচনা করা হয়েছে বিদেশী প্রভাবকে আত্মীকরণের প্রচেষ্টা। ভারতীয় সঙ্গীতের তৎকালীন দিকপালেদের পাশাপাশি এমন অনেক ভারতীয়-অভারতীয় ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ে এসেছে, প্রত্যক্ষভাবে নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান না থাকলেও পরোক্ষ-অবদান অনস্বীকার্য।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শুরুতে নৃত্যনাট্যজগতে যে নতুন যুগের সূচনা হল, তার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছিল আরো আগে থেকে। চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে সেই প্রস্তুতি-পর্বের খুঁটিনাটি। কিন্তু ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে যুগের শুরু হল, তাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে বাধ্য হয়েছি। পঞ্চম অধ্যায়ের রবীন্দ্র-পর্ব শুধুই রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে -- ১৯৩১ থেকে মূলত ১৯৪০ পর্যন্ত। ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনা আবার ১৯৩০ থেকেই শুরু করতে হয়েছে -- অন্যান্যদের ঐ সময়কার প্রচেষ্টার উল্লেখের প্রয়োজনে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার যাদুস্পর্শে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে নৃত্যনাট্য-জগতে যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে, তাকে যথাযথভাবে চিত্রিত করার জন্যই বিশেষভাবে পঞ্চম অধ্যায়টি রচিত হয়েছে রবীন্দ্র-পর্ব নামে। কোথায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য, কোথায় মৌলিকত্ব, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য কি, আর পাঁচটা নৃত্যনাট্যের চেয়ে তা আলাদা কেন এবং কোন কারণে আলাদা ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে তাঁর রচিত নৃত্যনাট্যগুলি। অতুলনীয় ভাবসম্পদ, অনুপম কাব্যসৌন্দর্য, সুর-তাল ছন্দের সুসমঞ্জস সংমিশ্রণ, নৃত্যপ্রয়োগে বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর একত্র সমাবেশ, মঞ্চসজ্জা রূপসজ্জা-আলোকসম্পাত ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে বৈচিত্র্য এবং নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য একটি স্বতন্ত্র ধারার জন্ম দিয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথের অবদানকে চিহ্নিত করতেই তাই এই অধ্যায়ের অবতারণা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য—'ক্রমবিকাশের ধারা : উত্তরণ-পর্ব'। অধ্যায়-টির কালসীমা ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও সম্পূর্ণ সময়কালটিকে উত্তরণ-পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা চলেনা — কারণ, উত্তরণের মাঝেই কিছুটা অবতরণের ইঙ্গিত আমরা লক্ষ্য করেছি। আবার অন্ধকারের মাঝেই আমরা খুঁজেছি আলোর নিশানা। তাই অবতরণের দৃষ্টান্তটিকে বড় করে তুলে না ধরে আমরা সামগ্রিক ভাবে উত্তরণের ছবিটাকেই আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছি।

আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র সময়কালকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। প্রথম ভাগের ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালটি আলাদাভাবে আলোচনার উদ্দেশ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় দশকের আলোচনার সঙ্গে সামঞ্জস্য-রক্ষা। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সময়কালকে আমরা দ্বিতীয় ভাগের আওতায় এনে প্রাক-স্বাধীনতা-কাল হিসাবে চিহ্নিত করেছি এবং স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত সময়কালকে উত্তর-স্বাধীনতা কাল হিসাবে অভিহিত করেছি।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পূর্বাঞ্চলের বাংলা যখন রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য চর্চায় মেতে উঠেছে, নবজাগরণের প্রভাব তখন দক্ষিণাঞ্চলে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে — ষষ্ঠ অধ্যায় শুরু হয়েছে তারই আলোচনাকে কেন্দ্র

করে । এই অধ্যায়ে রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার সংঘাতের উল্লেখ যেমন আছে, শিল্প এবং সমাজের প্রতি শিল্পীর দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গটি-ও তেমনি স্থান পেয়েছে। আমরা দেখেছি যে, কাংলা তথা বাঙালী এই দ্বিবিধ দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়ে যেভাবে দায়িত্বপালনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে, ভারতের অন্য কোনো অঞ্চলে তৃতীয় দশকে অন্তত তার এতটুকু প্রতিফলন দেখা যায়নি । (উত্তর - প্রদেশের আলমোড়াতে প্রতিষ্ঠিত 'উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার সেণ্টার' অবশ্য ভৌগোলিক - বিভাজন অনুযায়ী উত্তরাঞ্চলের মধ্যে পড়ে ।)

তৃতীয় দশকেই ভারতীয় নৃত্যনাট্যে তিনটি পৃথক ধারার উপস্থিতি স্পষ্ট হতে শুরু করেছে । দক্ষিণভারতীয় নৃত্যনাট্যে প্রাচীন ধারার ঐতিহ্যটি বজায় রাখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে, রবীন্দ্র - নৃত্যনাট্যের স্বতন্ত্র প্রয়োগ পদ্ধতি একটি নতুন ধারার জন্ম দিয়েছে এবং পাশ্চাত্যের প্রভাবযুক্ত ব্যালে - ধর্মী নৃত্যনাট্য অপর একটি নৃত্যধারার প্রতিনিধিত্ব করেছে । আঙ্গিকগত এই শ্রেণীবিভাগের পাশাপাশি বিষয়বস্তু নির্বাচনেও একটা নতুন প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে । পৌরাণিক কাহিনীর যথাযথ রূপায়ণের পাশা - পাশি ঐ কাহিনীর আধুনিক - চিন্তাপ্রসূত রূপান্তরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন দেখা গেছে, তেমনি সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু জনপ্রিয় কাহিনীর নৃত্যনাট্য - রূপান্তর এবং সাধারণ মানুষের সুখ - দুঃখ, আশা আকাঙ্খা ও স্বপ্ন সমস্যার ভিত্তিতে গড়ে তোলা নৃত্যনাট্যও মঞ্চস্থ হতে দেখা গেছে ।

চতুর্থ দশকের গোড়ার দিকে নৃত্যনাট্যে দেশপ্রেম - চেতনা একটা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে । এই সময়কার বেশীরভাগ প্রযোজনাই মূলত ব্রিটিশ সরকারের অপশাসন জনিত অবস্থার দূরীকরণ দেশবাসীকে সচেতন করে তোলার এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্তির মহান ব্রতে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে রচিত ।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে । দেশবাসীর চিন্তা - চেতনার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিষয়বস্তুর নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তুর পরিবর্তনও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭

পর্যন্ত সময়সীমায় বহু প্রতিষ্ঠান এবং বহু ব্যক্তি এই জগতের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছেন এবং অনেক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। সরকারী উদ্যোগেও নৃত্যনাট্য- জগৎ কিছুটা সমৃদ্ধ হয়েছে। নৃত্যনাট্যের ক্রমবিকাশের ধারাটিকে চিহ্নিত করতে তারই কিছু দৃষ্টান্ত সাধ্যমত তুলে ধরা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

সবশেষে 'উপসংহার'- এ গবেষণার মূল বিষয়টিকে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করে অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্রটি আমরা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, উপযুক্ত শিক্ষা, সাধনা এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের দৈন্য ঘুচিয়ে আমরাই পারি নৃত্যনাট্যজগৎকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে। পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারীসূত্রে যে ঐতিহ্যের অংশীদার হয়েছি, উত্তরসূরীদের কাছে আমরা যদি তাকে যথাযথ ভাবে হস্তান্তরিত করতে না পারি, কোনো অবস্থাতেই পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের সেই অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেনা। [illegible] সুখের কথা, ইতিমধ্যেই সেই অবক্ষয়-রোধে নানা কর্মসূচীর রূপায়ণ শুরু হতে দেখা যাচ্ছে।

প্রশান্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।